প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ

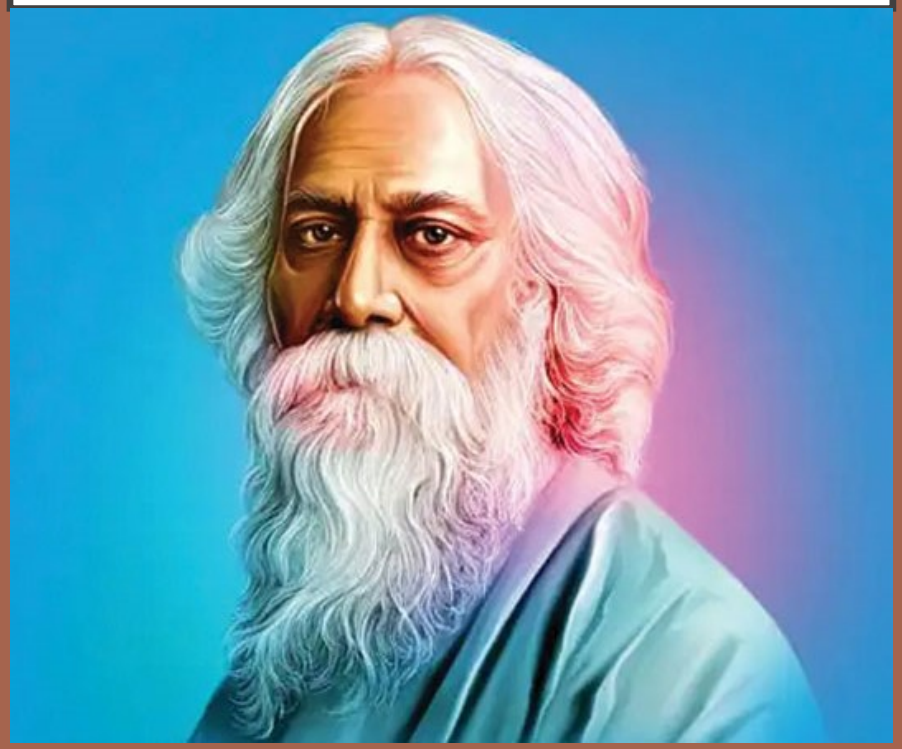

"বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষী ছাড়া, ভেবে বলতে পারি নে, বলতে বলতে ভাবি। মৌমাছিদের পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুন গুন করে" শিল্পী দুই জাতের আদি কর্মীক ও নব কর্মীক। নব কর্মীক কারিগর। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র আদি কর্মীক। কবি এবং মনিষী তাঁর সৃষ্টি শিল্পের বিশেষ বিশেষ ভাবনার পরিচয় কবিতা,নাটক, গল্প উপন্যাসে দেখেছি। আর এক অভিনব ভাবনার পরিচয় তাঁর প্রবন্ধ গুলিতে পাই ।কবিতায় গানে সুরে রবীন্দ্রনাথ নতুন উপকরণ আবিষ্কার করেছেন। অথবা আমাদের চিন্তার আগ্রহ বর্তমানকে কেন্দ্র করে অতীত হতে ভবিষ্যতে বিস্তার করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন - "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ'। সাহিত্য সমালোচনা, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি শিক্ষায়, সামাজিক সমস্যা সর্বত্রই মহাকবির মনের ছাপ। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো করে দিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'। আর শেষ প্রবন্ধ ১৯৪১ সালে লেখা সভ্যতার সংকট।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-

১) ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ- ধর্ম (১৯০৯) শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬) মানুষের ধর্মে (১৯৩৩) বিকাশ (১৯৪১) বিশ্বভারতী (১৯৫১)

২) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ - পঞ্চভূত (১৮৯৭) বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭)লিপিকা (১৯১২) ভারত পথিক রামমোহন রায় (১৯৩৩)

৩) সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ - প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭)সাহিত্য (১৯০৭)আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) লোকসাহিত্য (১৯০৭)সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)

৪) রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ভ্রমণ জাতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ - য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১) রামমোহন রায় (১৮৮৫)য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী (১৮৯১-৯৩)চরিত পূজা (১৯০৭) বিদ্যাসাগর চরিত (১৯০৯)জীবনস্মৃতি (১৯১২) ছিন্নপত্র (১৯১২)জাপান যাত্রী (১৯১৯)যাত্রী (১৯২৯)পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী (১৯২৯) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১) জাপান পারফর্ম (১৯৩৬)পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮)পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)ছেলেবেলা (১৯৪০)

৫) রাজনীতি ও শিক্ষা, সমাজ প্রবন্ধ - মন্ত্রী অভিষেক (১৮৯০) আত্মশক্তি (১৯০৫)ভারতবর্ষ (১৯০৬) রাজা প্রজা (১৯০৮) স্বদেশ (১৯০৮)শিক্ষা (১৯০৮)সমাজ (১৯০৮) সমূহ (১৯০৮)পরিচয় (১৯১৬) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭)সমবায় নীতি (১৯২৮) কালান্তর (১৯৩৭)বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)সভ্যতার সংকট (১৯৪১)পল্লী প্রকৃতি (১৯৬২)

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের মূল কথা হলো - সীমা ও অসীমের নির্দ্বন্দ্ব সম্পর্ক , বিশ্বগত ঈশ্বরচেতনাকে ব্যক্তিগত ঈশ্বরচেতনার অর্থাৎ জীবনদেবতা তত্ত্বের মধ্যে বিধৃত করা এবং জাতি সম্প্রদায়হীন বৃহৎ মানবসত্তায় আত্মোপলব্ধি । রবীন্দ্রনাথের যদি কোন দর্শন থাকে তবে তা কবির জীবনদর্শন। শান্তিনিকেতন নামীয় পুস্তিকা গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত প্রার্থনানান্তিক ভাষণ গুলিতে তিনি তাঁর নিজের ধর্মানুভূতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে উপনিষদের তত্ত্বকথাই তাঁর মূল অবলম্বন কিন্তু তাতে নতুন রং ধরেছে তাঁর ব্যক্তিগত চিত্ত প্রবনতার প্রভাবে।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁর মননের যথার্থ মুক্তি হয়েছে। তাঁর মতো বিশুদ্ধ গীতিকবির পক্ষে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-নিবন্ধে বেশ স্বস্তি বোধ করা সম্ভব এবং তার উক্ত রচনা কবিতার মতোই বিশুদ্ধ রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে । পঞ্চভূতে দেখা যায় পঞ্চভূতকে মানুষ বানিয়ে তাদের মুখে এবং বিতর্ক সভার মারফতে প্রচুর কৌতুক রসের আমদানি করে কবি-সাহিত্য, রস, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গুরুতর তত্ত্বকথাকে নিজের মনের রসে রাঙিয়ে বলেছেন আর বিচিত্র প্রবন্ধে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের হৃদয়পটে জগৎ ও জীবন যে ছায়া ফেলেছে মনের বীনায় মে সুর বাজিয়েছে বিচিত্র প্রবন্ধে তাঁর বিচিত্র রসরূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে।

সাহিত্য সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ

সাহিত্য সমালোচনা মূলক প্রবন্ধে - পৃথিবীর বহু কবিই সমালোচনা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ড্রাইডেন,কোলরিজ ,শেলী এলিয়ট। রবীন্দ্রনাথও রসতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করে নানা প্রসঙ্গে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন । সেগুলির মধ্য দিয়ে সমালোচনা সাহিত্যের পুরো মুর্তি অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্যের পথে গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্ববোধের সঙ্গে শিল্পবোধের সংযোগ সাহিত্য স্রষ্টা পাঠক ও সমালোচকের সম্পর্ক প্রভৃতি নিগুঢ় তত্ত্বকথা যা অনেকটা কাব্যতত্ত্বের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে - তার পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে শিল্পবিচার পদ্ধতি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন । আর প্রাচীন সাহিত্যে তিনি প্রাচীন ক্লাসিক কবিদের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে তিনি তাদের সৃষ্টির মধ্যে শ্রদ্ধাসহ প্রবেশ করেছেন। প্রাচীন ভারতের যথার্থ জীবনচিত্র তিনি রামায়ণাদি মহাকাব্যে এবং কালিদাসাদি ক্লাসিক রোমান্টিক শিল্পীদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যেও তিনি মুখ্যত আধুনিক বাংলা এবং গৌণত বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে যে দু একটি আলোচনা করেছেন তাতে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বিচার বিতর্ক কিঞ্চিৎ অনুসৃত হয়েছে ।আর লোকসাহিত্যে তিনি বাংলার অবহেলিত গ্রাম্য সাহিত্য ও কবি সংগীতের বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শিল্পরস ব্যাখ্যা করেন।বাংলাদেশে আজকাল লোকসাহিত্য চর্চার যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার পুরাধা হলেন স্বয়ং কবিগুরু।

জীবন ও ভ্রমণ জাতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ

জীবন ও পত্র জাতীয় ভ্রমনাত্মক প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথকেই বেশি করে খুঁজে পাই । জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন - "এই জীবন কথা নয়, স্মৃতিকথা।" আর ছিন্নপত্রে কবির ১৫১ টি চিঠি সংকলিত হয়েছিল। এই চিঠিগুলি অধিকাংশ ইন্দিরা দেবীকে (১৪৩) শ্রীশচন্দ্রকে(৮) টি লেখা। ছেলেবেলা গ্রন্থকে এক কথায় - আমরা রবীন্দ্রনাথের অতীত জীবনের নানা ঘটনার মালা বলতে পারি। হারিয়ে যাওয়া অতিত জীবনযাত্রার কত ছবি সেখানে ফুটে উঠেছে। আর জাপানযাত্রী,পথের সঞ্চয়, রাশিয়ারচিঠি প্রভৃতিতে ভ্রমণকাহিনী শুধু ভ্রমণের বর্ণনা নয় , তিনি যে দেশে গেছেন, সে দেশের জীবনযাত্রা তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাও ভ্রমণ কাহিনীগুলি থেকেই পাওয়া যাবে।

রাজনীতি ও শিক্ষা, সমাজ প্রবন্ধ

রাজনীতি , সমাজনীতি শিক্ষা প্রবন্ধে সর্বত্রই তিনি মানবধর্মকে জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছেন । এবং আশফল লাভের জন্য ভাবি মনুষ্যত্বকে অবহেলা করতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমাদের স্বদেশতত্ত্ব ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারের আস্ফালনে শুধু কলেবরটাই বড় হয়ে উঠেছিল ।যখন অশুভ অন্যায় পন্থাও কর্যোদ্ধারের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল , তখনই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে পাপ প্রবেশ করেছিল - রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলেন । কালান্তর প্রবন্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সাবধান করেছেন । এখানে তিনি সামর্থের স্বরূপ কেমন তা দেখিয়েছেন। সভ্যতার সংকটেও রবীন্দ্র শোষক ইংরেজকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ংকর বন্যাকে রোধ করতে হবে । বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। শিক্ষা প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতি সঙ্গে বাংলা শিক্ষার বিরোধ মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা এই সমস্ত শিক্ষারত্রুটিগুলিকে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১) বঙ্কিমের হাতে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধ সাহিত্যকে রূপ এবং রসে বৈচিত্র্য দান করেন।

২) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ জ্ঞানের সাহিত্য হয়নি, ভাবের সাহিত্য হয়েছে।

৩) রবীন্দ্রনাথের হাতে সমালোচনা সাহিত্যও সৃষ্টিশীল সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

৪) প্রমথনাথ বিশী বলেছেন- "বাঙ্গালা গদ্যের শক্তি ও সীমা সহযুতা নিয়ে রবীন্দ্র যত পরীক্ষা করেছেন এমন আর কেউ করেন নি । এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে পর্বে পর্বে তিনি নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছেন।

উপসংহারে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম নাগরিক। তাঁর প্রকাশ যেমন বিরাট বিচিত্র তেমনি সুস্থ ও মহৎ । বাংলার ছোট ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়।এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন - "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক কথায় শেষ কথা।রবীন্দ্রনাথের তুলনা কেবল রবীন্দ্রনাথই।

ধন্যবাদ